...:সঙ্গ অসুস্থ অচেনা সুমন

মারাত্মক সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে, পায়ে পচন ধরে যায়। কর্মহীন ও আশ্রয়হীন কানাই গ্রামের কালী মন্দিরে আশ্রয় নিলেও পচা পায়ের দুর্গন্ধে কেউ তার কাছে ঘেঁষতো না। প্রায় মৃত্যুর প্রহর গোনা কানাইয়ের আর্তনাদ শুনে এগিয়ে আসেন গাড়ি চালক রাজকুমার গোয়ালা। তার উদ্যোগেই বিষয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কেয়ার অফ ফুটপাথের সভাপতি তথা সাংবাদিক প্রসেনজিৎ ঘোষ এবং ধর্মনগর মহকুমাশাসক সজল দেবনাথের নজরে আসে। এরপর মহকুমাশাসক, দমকল বাহিনী এবং সিভিল ডিফেন্সের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কানাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাজকুমার গোয়ালার একটি ফোনকল থেকে যে মানবিকতার যাত্রার সূচনা হয়েছিল, সুমন শুক্লবৈদ্যের নিঃস্বার্থ সেবা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতা তাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। অনাথ কানাই গৌড়ের এই ঘটনা প্রমাণ করে দিলো, আজও মানবতা বেঁচে আছে এবং সম্মিলিত সদিচ্ছা যে কোনও অন্ধকারকে হার মানাতে পারে। কানাই এখন শুধু সুস্থই হচ্ছেন না, ফিরে পাচ্ছেন মানুষের উপর হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস। কানাই গৌড় জানিয়েছে, সুমন শুক্লবৈদ্য তার জীবনে ঈশ্বরের দূত হয়ে এসেছে। তার জন্য কিছু করতে পারলে তিনি মনে অনেকটা শান্তি পাবেন।

...দ বাংলাদেশে ভারত থেকে

পরিবহন, ট্যাক্স, গুদামভাড়াসহ আনুষঙ্গিক খরচ যুক্ত হবে। তিনি বলেন, ভারতীয় ৯টি ট্রাকে ৩১৫ টন মোটা চাল আমদানির জন্য মঙ্গলবার থেকেই ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে অপেক্ষায় ছিল। পরে চালানটি বৃহস্পতিবার রাতে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করেছে। পেট্রাপোল বন্দরে আরও চালবোঝাই ট্রাক অপেক্ষা করছে। বেনাপোল কাস্টমসে বিল অব এন্ট্রি জমা দেওয়া হয়েছে। এসব চাল ছাড় করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি। বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সহসভাপতি আমিনুল হক বলেন, "বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারী পর্যায়ে চাল আমদানির অনুমতি দিতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে খাদ্য মন্ত্রণালয়। চলতি বছরের ২৩ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়। ...রা দেশের মতো বেনাপোল ...লবন্দরের আমদানিকারকরাও চাল ...মদানির অনুমতি চেয়ে আবেদন ...রেন। সে অনুমতি পাওয়ায় চার মাস ... থাকার পর বেনাপোল বন্দর দিয়ে ...র ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু ...য়েছে।

...নে ১৩৬৩টি ... বে-হদিশ

উদয়পুরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উদ্যোগে জনসচেতনতা

উদয়পুর অফিস

২৪ আগস্ট ঃ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে উদয়পুর রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে জনগণকে সচেতন করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এক সভা। ইতিমধ্যে সারাদেশের সঙ্গে রাজ্যেও মানুষ অর্থনৈতিকভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এজন্য ইতিমধ্যে দেশের সরকার বারবার জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে নানা ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে উদয়পুর রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্বিক সহযোগিতা এবং বাগমা এগ্রি প্রডিউসার প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতা এলাকার জনগণকে নিয়ে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় এক সভা। উপস্থিত ছিলেন আরবিআই-এর পক্ষে সুরেন্দ্র নিধার এবং ও. মারচাণ্ড, বিতু রাজ কৃষ্ণ, সুদীপ মজুমদার সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা। প্রত্যেকেই আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে প্রতারণার শিকার না হয়ে ব্যাঙ্কমুখী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন সাথে সাথে দেশের সরকার জনগণের সুবিধার জন্য বেশ কিছু জনসুরক্ষা প্রকল্প হাতে নিয়ে মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বন হবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা, অটল পেনশন, জনধন যোজনা, রি কেওয়াইসি চালু করার জন্য জনগণকে সচেতন করার পরিকল্পনা নিয়ে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গেছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষরা। আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষরা বলেন ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে, কেওয়াইসি রিভিউ না করার ফলে অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে আছে সেগুলোকে রিক কেওয়াইসি চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী। ইতিমধ্যে ১৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ গ্রাম রয়েছে যেগুলোর মধ্যে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে একরকম ১০০টির উপর এওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে করে এ রাজ্যের জনগণ প্রতারণার শিকার না হয়ে ব্যাঙ্কমুখী হয় এ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলোচনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে আটটি জেলাতে সব কটি পঞ্চায়েত এবং ভিলেজগুলিতে মানুষকে সচেতন করার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এইজন্য সরকারের যে সমস্ত স্কিমগুলো রয়েছে সেগুলো জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে শনিবারের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার প্রধান মমতা শীল।

মহারাজা বীর বিক্রমের জন্ম জয়ন্তী পালিত

সংবাদ প্রতিনিধি

ছামনু, ২৪ আগস্ট ঃ লংতরাইভ্যালি মহকুমার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা জেলা পরিষদ প্রশাসনের ছামনু এবং মনু সাব জোনাল উন্নয়ন কার্যালয়ের পক্ষে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী পালন

ভারত সফরে ফিজি'র প্রধানমন্ত্রী সিটিভেনি রাবুকাকে স্বাগত জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বা... নয়াদিল্লীতে।

রাজ্যের মধ্যে এক... ব্যতিক্রমী মহকুমা আ...

সংবাদ প্রতিনিধি

আমবাসা, ২৪ আগস্ট ঃ সারা রাজ্যে সরকারী দপ্তরগুলির মাধ্যমে জনগণের সুবিধার্থে নানা উন্নয়নমূলক কাজগুলি হচ্ছে। পূর্ত দপ্তর, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, বিদ্যুৎ নিগম, কৃষি দপ্তর, জলসম্পদ দপ্তর, ব্লক প্রশাসন এবং পুর পরিষদের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত হচ্ছে নানা উন্নয়নমূলক কাজগুলি। তারপর রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তরও। গোটা রাজ্যেই এই দপ্তরগুলি এলাকার প্রয়োজনে জনসাধারণের প্রয়োজনে কাজগুলি করছেন। রাস্তা, বিল্ডিং, পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষার উন্নয়নে হচ্ছে কাজগুলি। সেটা তো হবেই। তার সাথে রয়েছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প। পাশাপাশি আর্থিক ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মাধ্যমে লাখপতি দিদির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সহ দলগতভাবে তাদেরকে নানা কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন বন দপ্তর সহ নানা সরকারী দপ্তরের মাধ্যমে মহিলাদের উন্নয়নে চলছে নিবিড় নজর।

কিন্তু সরকারী উন্নয়নে দপ্তরভিত্তিক ঠিকাদারি প্রথা কেমন চলছে, সেটা নিয়েই এই তরজমা। রাজ্যের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী মহকুমা হলো আমবাসা। ধলাই জেলা সদর আমবাসা এলাকায় পূর্ত দপ্তর, নগর উন্নয়ন দপ্তর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মৎস্য দপ্তরগুলিতে বছরভর প্রয়োজনের তাগিদে দরপত্রের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজগুলি করা হয়। তবে নগর উন্নয়ন দপ্তর, পুর পরিষদ এবং ব্লকগুলিতে এখনও বিরাজমান সরকারী বেতনভোগী কৌশলী টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পঞ্চায়েত সচিবদের মাধ্যমে কাজ করানো। বাদবাকি দপ্তরগুলিতে যে সকল উন্নয়ন কাজগুলি ঠিকাদারের মাধ্যমে করা হচ্ছে সেগুলিতে সরকারের অর্থ ব্যয়

নাকা পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও বার্মিজ সিগারেট পাচার

সংবাদ প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ আগস্ট ঃ উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া, পানিসাগর, তিলথৈ, আনন্দবাজার হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন কৈলাসহর প্রবেশ করছে বার্মিজ সিগারেট। পাচার বাণিজ্যের নিরাপদ করিডরে পরিণত হয়েছে এই সড়কটি। শুধু বার্মিজ সিগারেট এই রাস্তা দিয়ে কৈলাসহর হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে তা নয়, এছাড়াও ইয়াবা ও ব্রাউন সুগার জাতীয় বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রতিদিন কৈলাসহরে প্রবেশ করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ সাফল্য পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচারকারীরা সফল। আশ্চর্যের বিষয়, কৈলাসহর প্রবেশের পথে চিনি বাগানে পুলিশি নাকা পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও পাচারকারীরা তাদের পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছুদিন আগে এই নাকা পয়েন্টেই পুলিশ প্রায় চল্লিশ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট আটক করে। বৃহস্পতিবার রাতে সেই একই নাকা পয়েন্টে পুলিশ ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে একটি গাড়ি থেকে। সাথে সাথে পুলিশ আটক করে দুই যুবককে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা গেছে, অল্প কিছুদিনের মধ্যে কৈলাসহরে প্রায় তিনশো কার্টুন বার্মিজ সিগারেট প্রবেশ করেছে। ...